2 FEB 203

দৈনিক ইনকিলাব

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৪০টি নতুন বইয়ের মধ্যে নিম্নমানের ১২টি বই বাজারে

মার্চের আগে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বই পাবে না

আহমদ সেলিম রেজা ॥ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বই নিয়ে এবার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। মার্চ মাসের আগে সব ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছানো সম্ভব হবে না বলে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে। চলতি বছর সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপক সংস্কার করেছে। ফলে মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ৪০টি বই পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পাঠ্যক্রমের আওতায় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের ১২টি বইয়ের মুদ্রণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। বাকি ২৮টি বইয়ের মুদ্রণ কাজ এখনো চলছে। এদিকে মুদ্রিত ১২টি বইয়ের ব্যাপক চাহিদার কারণে বোর্ড থেকে বই বাজারজাত করার ছাড়পত্র ছাড়াই এক শ্রেণীর প্রকাশক ইতোমধ্যে নোটবইসহ বিভিন্ন শ্রেণীর বই বাজারজাত শুরু করেছে। ফলে কোন ক্রেতা নোট বই নিতে অস্বীকার করলে বই পাওয়া যাবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। মাদ্রাসা বোর্ড জানায়, নোট বইসহ কেউ বই বিক্রি করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নোট বই বিক্রি করা আইনত নিষিদ্ধ। বইয়ের সংকট প্রসঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ড মনে করে এটা সাময়িক। প্রেসগুলো মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকসহ প্রাইমারী এডুকেশনের বই মুদ্রণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়ায় মাদ্রাসা বোর্ডের বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয়েছে সত্য। তবে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই সভার কাছে বই পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে বলে মাদ্রাসা বোর্ড মনে করে। বাংলাবাজারে সহজলভ্য মাদ্রাসা বোর্ডের ১২টি বই খুবই নিম্নমানের ছাপা ও নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানায়, দরপত্রের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বই ছাপা না হলে বোর্ড থেকে বই বিক্রির ছাড়পত্র দেয়া হবে না। এদিকে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার বিনা মূল্যের বই কবে নাগাদ সব মাদ্রাসায় গিয়ে পৌঁছবে তা জানা যায়নি। সরকার চলতি বছর ইবতেদায়ী ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মূল্যে বই দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। সে অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর ২/৩টি করে বই বিভিন্ন মাদ্রাসায় ইতোমধ্যে পৌঁছেছে। কিন্তু ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৪ থেকে ৭টি বইয়ের মধ্যে অপরাপর বইগুলো কবে নাগাদ সব মাদ্রাসায় পৌঁছবে এ বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারছেন না।